REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৬ই চৈত্র বুধবার ১৩৩৫ ইংরাজী 20th March 1929. | ৩৯শ সংখ্যা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৵১০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীবিজয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মহাবল হালুয়া

অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, ভুঁইকুমড়া, আলকুশী, সালেমমিশ্রী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর ও সর্ব্বধাতুপোষক উপাদান দ্বারা প্রস্তুত— স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রঃক্ষয় স্মৃতিশক্তিহীনতা, বীর্য্যহারল্য প্রভৃতি রোগের বল, বীর্য্য, মেধা ও প্রাণবিবর্দ্ধক মহৌষধ শিক্ষক ছাত্র ও মস্তিষ্ক-চালনাকারিদিগের পরম সুহৃদ্। ২০ দিন সেবনোপযোগী আধ পোয়ার মূল্য ১৲ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

কবিরাজ শ্রীরোহিনীকুমার রায় বি, এ।

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

হিলিংবাম

গত ৩৫ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২॥০
" " ছোট শিশি ১৷৹

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন গরম আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন সবারই নিত্য প্রয়োজন

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

কলেরায় নিরাপদ হইতে হইলে

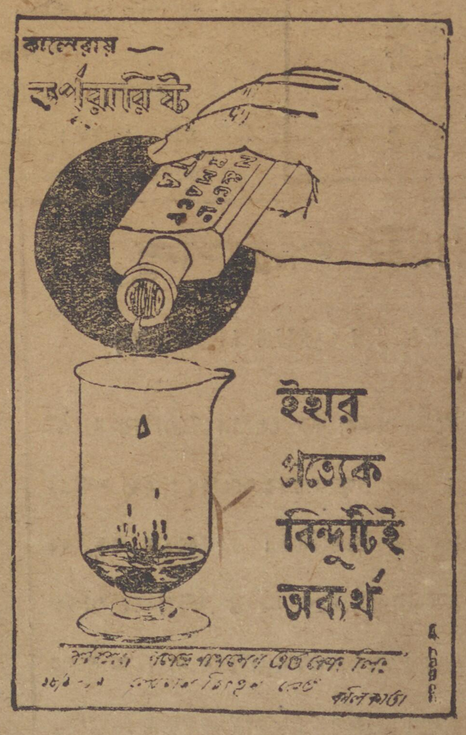

কর্পূরারিষ্ট ঘর কারয়া রাখা উচিত।

মূল্য আট আনা মাত্র

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ প্রাণতোষপদ সেন।

অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার।

সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধ।

হাঁপ, যক্ষ্মা, কাশি, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, অতিসার, অর্শ, মেহ, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, একশিরা, মূর্চ্ছা, বাধক, সুতিকা, নাসা, কুষ্ঠ, গোদ ইত্যাদি যাবতীয় রোগ ১ সপ্তাহে আরোগ্য হইবে। বেশীদিনের অসুখ হইলে ২ সপ্তাহ কাল ঔষধসেবন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া সকল প্রকার মাদুলীও পাওয়া যাইবে। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। নিবেদন ইতি—

নিবেদক—কবিরাজ শ্রীশ্রীদামচন্দ্র কর্ম্মকার।
জঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ।

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃতসংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ বার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ডাক্তার নন্দলাল পাল এণ্ড সন্স।
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বেলজিয়ম ও ফরাসী দেশীয়

প্রিমিয়ম বণ্ড

সুদ ও লটারীর একত্র সমাবেশ।

সামান্য মূলধনে প্রতিমাসে লক্ষপতি এমন কি দশলক্ষপতি হইবার সুযোগ।

পুঁজি হারাইবার আদৌ আশঙ্কা নাই।

ব্যাপার খানা কি! দেখুন।

এতদ্দেশে যেমন 'ওয়ার বণ্ড', ক্যাস সার্টিফিকেট, কোম্পানির কাগজ, মিউনিসিপাল ডিবেঞ্চার প্রভৃতি কিনিয়া লোকে টাকা খাটাইয়া থাকে, প্রিমিয়ম বণ্ড ফরাসী (ফ্রান্স) দেশে টাকা জমাইবার বা খাটাইবার একটী সুন্দর উপায়। ইহার বিশেষত্ব এই যে—সুদের টাকা তো ছয়মাস অন্তর বা বৎসর অন্তর পাইবেনই উপরন্তু মাসে মাসে (কোন কোন বণ্ডে বৎসরে ছয়বার বা চারিবার) বণ্ডহোল্ডারগণের মধ্যে খুব মোটা টাকার ড্রইং (লটারী বা সুরতি) গবর্ণমেণ্ট অফিসার ও বণ্ডহোল্ডারগণের সম্মুখে হইয়া থাকে। জাল জুয়াচুরি বা তঞ্চকতার ভয় নাই। সামান্য টাকায় বণ্ড কিনিয়া অনেকে অদৃষ্ট ফিরাইয়া লইতেছে। অনেক বাঙ্গাল

[৩]

বৎসর বৎসর লক্ষপতি হইতেছে। ভারতবর্ষেও অনেক শিক্ষিত ভদ্র লোক রাজা মহারাজা জজ ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এই প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় করিয়াছেন। যাঁহারা ফরাসী (ফ্রান্স) দেশীয় এই প্রথা জানেন তাঁহারা কখনও অবিশ্বাস করেন না। ইহা উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত। বাঙ্গলার অধিকাংশ লোকেই এই বণ্ডের বিষয় অবগত নহেন।

প্রিমিয়ম বণ্ড সম্বন্ধে বিলাতী সংবাদ পত্রের মতামত।

প্রিমিয়ম বণ্ড সম্বন্ধে বিলাতের 'ডেলীমেল' কি বলেন দেখুন।

"French and Belgian Corporations recognise that municipal loans are the legitimate source of invest-

[৪]

ment for the savings of the working man, they know how to make their loans attractive, and meet with well deserved success. All the Bonds are to bearer with interest coupons attached, and pass from hand to hand like bank notes without any transfer or legal formality of any kind. A Bond may even be paid away in settlement of an account, as it is always saleable at sight."—*Daily Mail.*

প্রিমিয়ম বণ্ড লটারী টিকিট নহে।

লটারী টিকিট কিনিয়া যদি লটারীতে নাম না উঠে, আপনার টাকা একদম গরবাদ। প্রিমিয়ম বণ্ডে সে আশঙ্কা নাই। যত দিন না আপনার বণ্ড কোন একটী পুরস্কার না পাইবে ততদিন অক্ষত হইয়া

[৫]

থাকিবে। বৎসর বৎসর সুদ পাইবেন। একটী পুরস্কার পাইলেই বাতিল হইল জানিবেন। পুরস্কার যাহা পাইবেন তাহা বণ্ডের "ফেস্ ভ্যালুর" দাম অপেক্ষা কম হইবে না। এই বণ্ড দান বিক্রয় হেবা হস্তান্তর করা চলে। বন্ধক দিয়া টাকা ধার পাওয়া যায়। যে ব্যাঙ্ক, যে এজেণ্ট বা যে কোম্পানীর নিকট বণ্ড কিনিবেন তাহারাই উহা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিবে। বিক্রয় করিয়া দিবে। তবে ফরাসী মুদ্রা ফ্রাঙ্কের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে বণ্ডের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বন্ধক দিয়া টাকা ধার করিলে বণ্ডে যে সুদ পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা বেশী সুদ দিতে হয়। ইহা দেনাদারের গরজই বলিতে হইবে। শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকার কম সুদে কোন কোম্পানি প্রায়ই বণ্ড বাঁধা রাখেন না।

[৬]

কিস্তিবন্দী-হিসাবে প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় খুব সুবিধা।

মনে করুন একখানি বণ্ডের দাম নগদ আশী টাকা। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে এক মুষ্টে ৮০৲ টাকা দিয়া বণ্ড ক্রয় করা অসম্ভব। যাহাতে সকল অবস্থার লোক প্রিমিয়ম বণ্ড কিনিতে পারে তজ্জন্য কিস্তিবন্দী হিসাবে ও বণ্ড বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। তবে নগদ মূল্য অপেক্ষা কিছু বেশী দাম দিতে হয়। ৮০৲ টাকার বণ্ডখানি মাসিক দশ টাকা কিস্তিবন্দীতে লইলে ৯ মাসে ৯০৲ দিতে হয়। মাসিক ৫৲ হিসাবে কিস্তি করিলে ২০ মাসে ১০০৲ দিতে হয়। নগদ মূল্য দিবা মাত্র রেজিষ্টারী ইন্সিওর যোগে বণ্ড পাঠান হয়। কিস্তিবন্দী হিসাবে লইলে একখানি 'কণ্ট্রাক্ট নোট' দলিল পাঠান হয়। উক্ত দলিলে আপনার প্রাপ্য বণ্ডের নম্বর উল্লেখ থাকিবে। এক কিস্তি বা দুই কিস্তি টাকা দেওয়ার পরই যদি উক্ত নম্বরের বণ্ড ড্রইংএ (লটারীতে) উঠে, তবে পুরস্কারের টাকা সমস্তই আপনি পাইবেন। কেবলমাত্র বাকি কিস্তির দরুন টাকা কাটিয়া রাখিয়া সমস্ত আপনাকে

[৭]

দেওয়া হইবে। সুতরাং গরীব গৃহস্থের পক্ষেও প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় করা খুব কঠিন নয়। মাস মাস ড্রইংএর (লটারীর) ফল ছাপা হয়। যিনি যে কোন এক রকমের বা দুই কি তিন রকমের তিন খানা বণ্ড এক সঙ্গে লইবেন তিনি বরাবর মাসে মাসে উক্ত লিষ্ট ছাপা কাগজ বিনা মূল্যে বিনা খরচায় পাইবেন। তিন খানা অপেক্ষা কম সংখ্যক বণ্ডক্রেতাকে ফল জানিবার লিষ্ট পাইবার জন্য বৎসরে ৩৲ টাকা দিতে হয়। তবে ঈশ্বর করেন যদি আপনার বণ্ড ড্রইংএ উঠে তবে তৎক্ষণাৎ ঘরে বসিয়া বিনা ব্যয়ে খবর জানিতে পারিবেন। প্রত্যেক ড্রইংএর পর আপনার বণ্ড-বিক্রেতা আপনার নম্বর মিলাইয়া দেখিয়া আপনার সুফল হইলে তৎক্ষণাৎ তার যোগে বা পত্র লিখিয়া জানাইবে। কখনও ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে বণ্ড বিক্রেতাকে নূতন ঠিকানা জানাইবেন। নচেৎ গোলমাল হইতে পারে। বণ্ড হারাইয়া গেলে টাকা পাইবার আশা নাই। কেননা বণ্ড না দেখাইলে পুরস্কারের টাকা কাহাকেও দেওয়া হয় না। বণ্ড

[৮]

ক্রেতার মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারীগণ যিনি বণ্ড দাখিল করিবেন তিনি ঘরে বসিয়া টাকা পাইবেন। টাকা পাইবার কোন কষ্ট নাই বণ্ড দেখাইবা মাত্র টাকা।

এতৎসঙ্গে সর্বশেষে একখানি অর্ডার ফরম আছে উহা কাটিয়া লইয়া নগদ বা কিস্তিবন্দী যে ভাবে বণ্ড কিনিবেন তদনুযায়ী নগদ মূল্য বা প্রথম কিস্তির টাকা মনি অর্ডার যোগে ও অর্ডার ফরম খানি পূরণ করতঃ খামের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন। কয়েকপ্রকার প্রিমিয়ম বণ্ডের বিবরণও এতৎসঙ্গে দেওয়া হইল, সাধ্যমত ক্রয় করিবেন।

ঠিকানা
ম্যানেজার
প্রিমিয়ম বণ্ড সাপ্লাই এজেন্সি
১৬২ বাগমারী ভিলা (ইষ্টার্ণ গেট)
কলিকাতা।

খাঁটি পদ্মমধু

(SELLER'S LOTUS HONEY.)

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী করা সেলার্স "লোটাস ব্র্যাণ্ড" আসল পদ্মমধুই যাবতীয় চক্ষুরোগের মহৌষধ। ইহা সর্ব্বত্রই বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। ভারতের বড় বড় সহরে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়। সাবধান সস্তার কুহকে নকল লইবেন না। আসলের জন্য "সেলার্স" বলিয়া চাহিবেন। ইহাই একমাত্র নিরাপদ, নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য। চাহিলেই প্রশংসাপত্র সম্বলিত বিশেষ বিবরণ পুস্তিকা বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে পাইবেন। অদ্যই পত্র লিখুন।

বাথগেট এণ্ড কোং, কেমিষ্টস,
১৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুলভে উৎকৃষ্ট জুতা

গঠনে ও স্থায়ীত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বত্র প্রশংসিত।

ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণের এবং বালক বালিকাদিগের উপযোগী আধুনিক ফ্যাসানের সকল প্রকার জুতা সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে, এবং অর্ডারানুযায়ীও তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়। সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অদ্যই পত্র লিখুন।

ডব্লিউ, এস, ডসন এণ্ড কোং
মেইল অর্ডার ডিপার্টমেণ্ট—
১৪নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
খুচরা বিক্রয়ের ঠিকানা—
ই ৮৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।
ফোন—২৯৪০ কলিকাতা] [টেলি —এমব্রোকেস কলিঃ

শারদোৎসবে - - -
নূতন অলঙ্কার আপনার - - -
প্রিয়জনকে প্রীতি সম্পাদন করিবে -

আমাদের আয়োজন, অভিজ্ঞতা,
পরিকল্পনা ও গঠন পারিপাট্য অতুলনীয়

'LIVETIME' হাতঘড়ি

সুদৃশ্য, সুলভ এবং সুন্দর সময়রক্ষক।

ঘোষ এণ্ড সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স এবং ওয়াচ মেকার্স
১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন কলিকাতা—২৫৯৭ | টেলিগ্রাম GHOSHONS'—Cal.

সর্ব্ববিধ জ্বরে ও ম্যালেরিয়ার
অব্যর্থ প্রতিকারক

ফে—ব্রি—না

অনেক আশাহীন, চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগী ফেব্রিনা সেবনে নবজীবন লাভ করিয়াছেন। আপনার গৃহে "ম্যালেরিয়া" রোগী থাকিলে সর্ব্বাগ্রে তাহাকে এই মহৌষধটী সেবন করান। অন্য ঔষধ খাওয়াইবার আর প্রয়োজন হইবে না। আরোগ্য অব্যর্থ
প্রতি বড় বোতল—এক টাকা চারি আনা।
" ছোট বোতল—চৌদ্দ আনা
ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স,
প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা,
৮৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কস্‌এর
চাঁদমার্কা পাচন

ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।
নূতন জ্বর এক দিনে পুরাতন জ্বর তিন দিনে আরোগ্য হয়।
ম্যালেরিয়াযুক্ত স্থানে নিয়মিত সেবনে রোগের আক্রমণ ভয় থাকে না।
সর্ব্বত্র এজেণ্ট আছে।

সোল এজেণ্টস্‌—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট
কলিকাতা

অনঙ্গ সাঁওতালী
কাঁচা তৈল

মস্তিষ্কের পুষ্টি ও কেশের কান্তি এবং সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে অদ্বিতীয়।

প্রতি পাইণ্ট—৸৵০ আনা মাত্র। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। বিক্রীর জন্য সর্ব্বত্র এজেণ্ট চাই। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে নমুনা পাঠান হয়।

বায়ু ও কেশের উপকারী "খাঁটী" রাও সুবাসিত নারিকেল ও বাদাম তৈল ব্যবহার করিয়া দেখুন।

দে ব্রাদার্স
১২৪নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্ুবর্ণ সুযোগ।
MEMORY TABLET
বা
স্মৃতি বটী।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, স্মৃতিশক্তিহীনতা, অসাড়ে শুক্র পতন প্রভৃতি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। একমাত্রা সেবনে স্বপ্নদোষ বন্ধ হয়। দশ দিনের সেবনোপযোগী এক কৌটার মূল্য মাশুল সমেত ১।০ পাঁচ সিকা।

এজেণ্টস্‌ঃ—
এন, গাঙ্গুলী এণ্ড কোং
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

"আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল"

রেড ক্রশ
ক্যাষ্টর অয়েল
(NATURE'S OWN HAIR GROWER)

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৬ই চৈত্র বুধবার ১৩৩৫ সাল।

উৎসাহ ও অবসাদ।

—০—

দেশে উৎসাহ অবসাদ, উত্তেজনা ঘুমন্তভাব অনবরত আসিতেছে যাইতেছে। উৎসাহের সময় দেশবাসী এক ভাবে প্রমত্ত হইয়া ছুটিতেছে আবার অবসাদের সময় নিরাশ চিত্তে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছে আর ঝিমাইতেছে। ভাবের মুখে, উৎসাহের স্রোতে দেশবাসীর কাছে আজ যাহা বড় ভাল বলিয়া মনে হইল উৎসাহের অবসানে আবার তাহাই অতি অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই ভাব ও অভাবের মধ্য দিয়া দেশবাসী ক্রমে জীবন পথে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। দেশবাসী যে ভাবে চলিতেছে এই ভাবে আরও কিছুকাল চলিলে তাহাদের আর চলিবার সামর্থ্য মোটেই থাকিবে কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়। মানুষের এবং অন্যান্য সকল প্রাণীরই জীবনে অগ্রসর হইয়া যাওয়াই নাকি অপরিহার্য্য নীতি। এই নীতি বশেই সকলে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু জগতের জন সমাজের অবস্থা বিচারে দেখা যায় জীবন পথে চলার মধ্যেই কেহ উন্নতির স্তরে ক্রমশঃ উঠিতেছে কেহ বা ধ্বংসের মধ্যে বিলয় হইয়া যাইতেছে। আমাদের এই দেশবাসী যে ভাবে জীবন পথে চলিতেছে তাহাতে এভাবে চলিলে তাহার উন্নতির আশা দুরাশা—চলার মধ্যপথেই অচল হইয়া ধ্বংসের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে হইবে। জাতিকে, দেশকে এই ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার জন্যই আজ দেশে বার বার উৎসাহ—আশা ভঙ্গে অবসাদ আসিতেছে। কিন্তু এই উৎসাহ ও অবসাদের ধাক্কা সহিবার মত জীবনী শক্তি দেশবাসীর আর কত দিন থাকিবে তাহাও দেখিতে হইবে।

দেশে উৎসাহ উত্তেজনা অবশ্যই চাই। অবসাদ, ঘুমন্ত ভাব, মৃতের মত সব সহিয়া পড়িয়া থাকিয়া জীবন অন্ত করিয়া দেওয়া কোন মানুষেরই কাম্য হইতে পারেনা। কিন্তু উৎসাহ উত্তেজনা মানুষের জীবনে আনিবার যে প্রধান রস, যে রস উৎস হইতে জীবনে সঞ্জীবনী প্রবাহ আসে তাহারই একান্ত অভাব যদি কোন দেশে হয় তবে সাময়িক বাহ্য উত্তেজনা উৎসাহ কতদিন মানুষের জীবনকে মাতাইয়া রাখিতে পারে? দেশবাসীর খাইবার সংস্থান, পরিবার সংস্থান প্রথমে না করিতে পারিলে, আপনার অভাব আপনি পূরণের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে দেশের উপর অপমানাহত রুদ্ধ মনুষ্যত্বের যত তেজ বেগই প্রবাহিত হইয়া যাক না কেন অভাবের তাড়নায় তাহা অতি শীঘ্রই আবার প্রশমিত হইয়া যায়। এই দেশে ইহা আমরা নানা ভাবে বার বারই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

উৎসাহের তীব্র মাদকতা দেশে আনিবারও যেমন প্রয়োজন আছে আবার সেই উৎসাহ জাতীয় জীবনে চিরস্থির কার্য্যকরী করিয়া রাখিবার জন্য দেশবাসীর বাঁচিবার উপায় গঠনমূলক কার্য্যকে অব্যাহত রাখিবারও তেমনি প্রয়োজন আছে। আপনাদের বাঁচিবার ব্যবস্থা আগে না করিয়া শুধু উৎসাহের মুখে ইন্ধন জোগাইলে সেই উৎসাহই পরে অবসাদে পরিণত হয়।

কি উপায়ে দেশে খাইবার ও পরিবার সংস্থান হইতে পারে কিভাবে দেশ এই দুঃসময়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারে তাহার বিধান দেশবাসী পাইয়াছিল। কিন্তু গঠন কার্য্যে যে শ্রম, ধীরতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতার প্রয়োজন তাহা দেশবাসী মরিতে বসিয়াও দেখাইতে পারিতেছে না। আজ দেশে আবার বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের প্রস্তাব আসিয়াছে, এ প্রস্তাব পূর্ব্বেও আসিয়াছিল। মোটা ভাত, মোটা কাপড় পাইবার পন্থা যাহাতে বজায় থাকে সেই ব্যবস্থা আজ করিতে হইবে। খুব উৎসাহী হইয়া এই কার্য্য সাধন করিতে না পারিলে ঘরে ও বাহিরে কোথাও দেশবাসীর শান্তি ও সম্মান মিলিবে না। বাহ্য উৎসাহ ক্রমেই নিবিয়া যাইবে। উৎসাহের মূল যাহা তাহাই আগে বজায় রাখিবার আয়োজন দেশবাসীকে করিতে হইবে। মোটা ভাত মোটা কাপড় দিয়া দেশের অগণিত জনসঙ্ঘকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

গিরিয়া ভাগীরথী সঙ্গম ক্ষেত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে অসংখ্য স্নান-যাত্রী।

—০—

হরিদ্বার হইতে ভাগীরথীর মোহনা (গিরিয়া) পর্য্যন্ত অংশকে গঙ্গা, তথা হইতে ব্রহ্মপুত্রের মিলন পর্য্যন্ত অংশকে পদ্মা, এই স্থান হইতে বঙ্গোপসাগরে মিলন পর্য্যন্ত অংশকে মেঘনা বলে। ভাগীরথীর মোহনার পশ্চিমে গঙ্গা, পূর্ব্বে পদ্মা, দক্ষিণে ভাগীরথী। এই সঙ্গম ক্ষেত্রের পশ্চিমাংশের (গঙ্গার) ও দক্ষিণাংশের (ভাগীরথীর) জল হিন্দুশাস্ত্রমতে অতি পবিত্র ও ধর্ম্মকার্য্যে ব্যবহেয় এবং পূর্ব্বাংশের (পদ্মার) জল শাস্ত্রে নিন্দিত। ভাগীরথীর সঙ্গম ক্ষেত্রে (মোহনায়) তিন প্রকার জল বর্ত্তমান। এই ত্রিবেণী অতি পবিত্র স্থান।

গিরিয়ার ১ম যুদ্ধ।

সরফরাজ খাঁ ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন। সরফরাজের অধীনস্থ বিহারের শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দী খাঁ পদচ্যুত ভ্রাতা দেওয়ান আলি আহম্মদের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক নবাব সরফরাজকে পদচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করেন। ভোজপুরের বিদ্রোহী জমিদারকে দমন করিবার ছলে আলিবর্দ্দী চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ পাটনা হইতে বাঙ্গালা অভিমুখে যাত্রা করেন, এবং জঙ্গিপুরের নিকটবর্ত্তী চড়কা ও বালিঘাটায় শিবির সন্নিবেশ করেন। এদিকে মহাবীর সেনাপতি গৌস খাঁর সহিত সরফরাজ খাঁ গিরিয়ার ময়দানে (কারখানা, মিঠিপুর, সেকন্দ্রা) সসৈন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন।

গিরিয়ার পশ্চিম পারে আলিবর্দ্দী খাঁর সেনাপতি নন্দলালের সহিত গৌস খাঁর এবং পূর্ব্বপারে সরফরাজের সহিত আলিবর্দ্দীর যুদ্ধারম্ভ হয়। নন্দলালের সৈন্যদলকে অচিরে বিনাশ পূর্ব্বক নন্দলালকে নিহত করিয়া মহাবীর গৌস খাঁ পূর্ব্ব পারে প্রভু সরফরাজের সাহায্যার্থ আসিতেছিলেন, এমন সময়ে শত্রুপক্ষের গোলার আঘাতে সরফরাজের প্রাণবায়ু অবসান হয়। সেনাপতি গৌস খাঁ, বিজয় সিংহ প্রভৃতি শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন (১৭৪১।জানুয়ারী)। নিহত বিজয় সিংহের নবম বর্ষীয় পুত্র জালিম সিংহকে নিষ্কোষিত অসি হস্তে পিতার মৃতদেহ রক্ষার্থ দণ্ডায়মান দেখিয়া কতিপয় নীচাশয় সৈন্য উক্ত বীর বালককে বধ করিতে অগ্রসর হয়। এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে বিগলিত হইয়া বীর বালককে আলিবর্দ্দী খাঁ যথাসাধ্য সম্মান ও স্নেহ করিতে ত্রুটি করেন নাই। সম্প্রতি উক্ত জালিম সিংহের মাঠ (কালিতলা ও খামরার নিকট) পদ্মা গর্ভে নিহিত। গৌস খাঁর দরগা (সমাধি) ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে পদ্মায় ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ভাগীরথীর পশ্চিম পারস্থিত লবণচোয়া গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছে। নবাব প্রদত্ত গৌস খাঁর দরগার লাখেরাজ জমিজমা এখানে এখনও আছে। মিঠিপুর ও সেকন্দ্রার মধ্যবর্ত্তী মাঠে সরফরাজ খাঁ ও গৌস খাঁর নির্ম্মিত পানীয় জলাধার কাণাপুকুরাদি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই পুকুরের তীরে তৎপরে জনৈক সন্ন্যাসী আখড়া স্থাপন পূর্ব্বক বাস করিতে থাকেন। এখনও উক্ত সন্ন্যাসীর আশ্রম 'আখড়ার বাগান' নামে চিহ্নিত ও পরিচিত।

উক্ত গিরিয়ায় ১ম যুদ্ধের পর আলিবর্দ্দী খাঁ (সিরাজ উদ্দৌলার মাতামহ) বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাব হন। এই ১ম যুদ্ধ স্কুল কলেজ পাঠ্য ইতিহাসে লিখিত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। এই যুদ্ধের চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান, কেননা ইহার আয়োজন এখানে অনেক দিন হইতে হইয়াছিল। গিরিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধ অতি সংক্ষেপে স্কুল কলেজ পাঠ্য ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় যুদ্ধ রাস্তায় যাইতে যাইতে হয়। ইহার বিশেষ কোন চিহ্ন এখন নাই।

গিরিয়ার ২য় যুদ্ধ।

বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাব মীরকাশিম পাটনায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া পাশ্চাত্য প্রণালীতে সৈন্যগণকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। কাটোয়ার নিকটস্থ অজয় নদীর তীরে মীরকাশিমের প্রেরিত একদল সৈন্য ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হয় (১৭৬৩।১৯শে জুলাই)। মীরকাশিম সদলে গিরিয়ার সম্মুখস্থ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে সমবেত হইয়া ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এখানেও মীরকাশিম পরাজিত হন (১৭৬৩।আগষ্ট)

এইরূপে গিরিয়ার দুই যুদ্ধে দুইবার বঙ্গের সিংহাসন হস্তান্তরিত হওয়ায় গিরিয়াকে Panipat of Bengal কহে উক্ত বিষয় ১৩১৩।১৪ সালের "অঙ্কুর", "সুপ্রভাত" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় আমি আলোচনা করিয়াছি। পাঠকগণ উহাতে বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পারেন।

সঙ্গম ক্ষেত্র।

সম্প্রতি নানা কারণে গিরিয়া ভাগীরথী মোহনায় প্রতি বৃহস্পতিবারে সূর্য্যোদয় হইতে বৈকাল পর্য্যন্ত অসংখ্য নরনারী স্নান করিয়া বিবিধ ব্যাধি ও বিপদ হইতে মুক্ত হইতেছেন। কালী, দুর্গা বা গৌস খাঁর পবিত্রাত্মার আবির্ভাব তথায় হইয়াছে—সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছে। বারান্তরে ইহার পুনরালোচনা করিবার বাসনা রহিল।

স্থানীয় রঘুনাথগঞ্জ থানায় এই সংবাদ দেওয়ায় দারোগা বাবু তৎপরবর্ত্তী বৃহস্পতিবারে ৮ জন চৌকিদার, ১ জন দফাদার ও ১ জন কনষ্টেবল (শ্রীনারায়ণ সিং) পাঠাইয়া সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। প্রতি বৃহস্পতিবারে তিনি তদ্রূপ সুব্যবস্থা করিলে বিশেষ বাধিত ও উপকৃত হইব। ইতি শ্রীকুঞ্জবিহারী লালা।

(বহরমপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব মাষ্টার)
গিরিয়া, পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর এলাকায় গত ১৬।৩।২৯ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে জন্ম ৮। ২ পুরুষ, ৬ স্ত্রী। মৃত্যু ১; পুরুষ ১, জরে ১।

অপূর্ব্ব মিলন।

—:০:—

(বড় গল্প)

শ্রীঅমিয়ময় দাস, বি, এ।

(১)

সেদিন খুব বৃষ্টি, রাস্তায় প্রায় এক হাঁটু জল, গাড়ী ঘোড়া ট্রাম সব বন্ধ, দু একটা লোক অতিকষ্টে চলাফেরা করছে, কলকাতার বাবুরা বিরক্তি সহকারে পরস্পরকে বলছেন "দেখছেন মশায়, কি বিশ্রী বৃষ্টি চলবার একটুকু উপায় নাই" আমিও তাঁদের কথায় সায় দিয়ে মেসে বসে বসে ভাবছিলাম "আজ যে জল তাতে আর ক্লাস যাওয়া যায় না।"

আমার রুমে কেউ ছিল না। আমি ছাড়া সকলে অপর রুমে তাস বা গল্প করছিল, এমন সময়ে ঝম ঝম করে বৃষ্টি নেবে এল। তারপর গুরু গুরু গর্জ্জন, পরক্ষণেই কাল কাল মেঘের কোলে বিদ্যুতের বিকট হাসি, তখন কিন্তু সেই মেঘের হাসি আমায় পাগল করেছিল। আমি এক মনে এই রকম আকাশের দিকে চেয়ে ভাবছিলাম—আমার জীবনের সুখ দুঃখের অতীত কাহিনী, ভাবে বিভোর হয়ে গেছি, এমন সময়ে হঠাৎ যেন কার শীতল হাত গায়ে লাগল, পেছন ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম—কে? সামনেই চেয়ে দেখলাম তুহীন; কিহে তুমি? 'হাঁ দাদাজী' তুহীন আমাকে ঐ নামেই ডাকে।

একি! গোটাটা একবারে ভিজে গেছ যে, দাঁড়াও শুকনো কাপড় দিচ্ছি, পর। এই বলে আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম।

তুমি বোস দাদাজী, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি, এই বলে তুহীন কাপড় ছাড়তে লাগল।

তারপর তুহীন! অনেক দিনের পরে হঠাৎ আজ জলে ভিজে এই মেসে যে, ব্যাপার কি?

ব্যাপার কিছুই নয় দাদাজী তুমি ত চিঠি লেখা একবারে বন্ধ করে দিয়েছ, তাই দেখতে এলুম।

না ভাই এটা আমার দোষ হয়েছে, ক্ষমা করবে, সত্যি বলছি ভাই আমি চিঠি লিখি, কিন্তু তা আর ফেলা হয় না, এ দোষ আর মলেও যাবেনা। আচ্ছা এখন কি করবে? আর পড়বে না চাকরী করবে?

না দাদাজী, আর পড়াশুনা বা চাকরী ওসব কিছুই করবো না।

তবে কি করবে?

কি করবো? তা একটা মতলব এঁটেছি ভাই, মতলবটা কিন্তু তোমার—

আমার পছন্দ হবে না, এই ত। আরে তুহীন! তুমি ত খুব বাক্যবিন্যাস শিখেছ দেখছি, ওসব গৌরচন্দ্রিকা রেখে সঠিক সংবাদ কি বল ত?

না বিশেষ কিছুই নয়, তবে এই সামান্য কণ্ট্রাক্টারী করবো মনে করেছি। আমাদের সেই গ্রামের দিকে বেশ কাঠ, ধান, খড়, বাঁশ এই সব পাওয়া যায়, সেই সব কলকাতায় চালান দোব বলে মনে করছি।

সে ত ভাই খুব ভাল কথা, চাকরীর চেয়ে ওত লাখ গুণে ভাল। তা এই কথা বলবার জন্য অত বাধ বাধ ঠেকছিল কেন? আচ্ছা ওসব কথা এখন থাক, একটুকু চা খেয়ে বিশ্রাম কর; এই বলে আমি ষ্টোভে চায়ের জল গরম করতে লাগলাম। এক কাপ চা আর গোটা চারেক টোষ্ট খেয়ে তুহীন হাসতে হাসতে বল্লে দাদাজী তোমায় যেতে হবে।

কোথায় হে, অত হাসি কেন? ফোয়ারা যে উথলে উঠছে। চতুষ্পদ হবার যোগাড় হচ্ছে নাকি?

হাঁ ভাই এক রকম তাই।

এক রকম কেন ভায়া, বল না সম্পূর্ণ রকম, আচ্ছা তা এখন কোথায় হচ্ছে চট করে সুশীল সুবোধ বালকের মতন বলে ফেল দেখি।

রাঁচিতে।

আরে তাই নাকি ভায়া, বেশ, বেশ, কবে হচ্ছে?

পরশু, আর দেখ দাদাজী; তোমাকে কিন্তু যেতেই হবে। তুমি না গেলে সব পণ্ড হয়ে যাবে। আর তুমি যে লেকচারের দোহাই দেবে তা চলবে না, ভায়া দু একদিন কলেজ না গেলে লেকচার কম পড়ে না।

ধেৎ পাগল আর কি? আমি ওসব লেকচার টেকচার থোড়াই কেয়ার করি। তবে আমার সকলের ছোট সেই ভাইটার অসুখ, তাই একবার বাড়ী যাব মনে করছিলাম।

ভগবানের ইচ্ছায় ভালই থাকবে, কোন চিন্তার দরকার নাই; যাক তোমাকে দাদাজী! কিন্তু রাঁচি এক্সপ্রেসে যেতে হবে। আর আমি কাল গুমো প্যাসেঞ্জারে যাব, এখন তবে আসি।

কেন? কোথা যাবে? এই এলে, এরি মধ্যে—

না দাদাজী, মাপ কর, আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বিশেষ দরকার আছে, কাজ সেরে যদি সময় পাই তবে শীঘ্র আসবো।

আচ্ছা তুমি কিন্তু এস ভাই।

ক্রমশঃ

প্রাপ্ত।

মহাশয়, নিম্নলিখিত পত্রখানি আপনার সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্তকুমার সরকার, সম্পাদক মুর্শিদাবাদ,
জঙ্গিপুর জাতীয় কন্‌ফারেন্স,
মহাশয় মান্যবরেষু।

মহাশয়! গত ১লা ফাল্গুন বুধবারের স্থানীয় জঙ্গিপুর সংবাদে মুর্শিদাবাদ জাতীয় কন্‌ফারেন্স শীর্ষক সমাচারে দেখিলাম যে অভ্যর্থনা কমিটীর সভ্যগণের মধ্যে আমার নাম রহিয়াছে। আমি আপনাকে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, সভ্য নির্ব্বাচনের জন্য ভাগীরথীর চর মধ্যে যে সভা হয় তাহাতে আমি উপস্থিত ছিলাম না এবং সে সম্বন্ধে কোন মতামতও আমার নিকট লওয়া হয় নাই। উক্ত সভার কয়েক দিন পূর্ব্বে (তারিখ মনে নাই) শ্রীযুত বাবু অমিয় ভূষণ রায় মহাশয়ের বাটীতে একটী সভায় উপস্থিত থাকার জন্য শ্রীযুত বাবু শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় ১ খানা কাগজে আমার সহি করাইয়া লয়েন। কিন্তু কি কারণে বলিতে পারিনা সেদিন সেখানে কোন সভা হয় নাই। ভাগীরথীর চর মধ্যে যে সভা হয় তাহার বিষয় আমি অবগত ছিলাম না। এমত অবস্থায় আমার নাম কিভাবে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণের নামের তালিকাভুক্ত হইল বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক উক্ত ঘটনার পরে আপনার সহিত সাক্ষাৎভাবে আমার যেসকল আলোচনা হয় তাহাতে আপনাদিগের কার্য্য-পদ্ধতির সংস্কার ও পরিবর্ত্তন করিবেন বলিয়া আপনি সম্পাদক হিসাবে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, আজ পর্য্যন্ত তাহা রক্ষারও কোন লক্ষণ দেখিলাম না। এমত অবস্থায় জঙ্গিপুর জাতীয় কন্‌ফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইতে আমি একান্ত অক্ষম। আশা করি আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। নিবেদন ইতি ১৪।৩।২৯

শ্রীরাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।
রঘুনাথগঞ্জ।

৩নং বর্ণবিন্যাস প্রতিযোগিতার ফল।

কে, সি, গাঙ্গুলী, দীঘা (পাটনা) ১ম স্থান অধিকার করিয়া গিনি পুরস্কার পাইয়াছেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র সাহা, রঘুনাথগঞ্জ ২য় স্থান অধিকার করিয়া 'বি' টাইমপিস ঘড়ি পাইয়াছেন।

এ, ব্যানার্জ্জি, খুরুট রোড হাওড়া ৩য় স্থান অধিকার করিয়া ইংরাজী ডিক্সনারী পাইয়াছেন।

নিম্নের ব্যক্তিগণের প্রত্যেকে ২৫ খানা করিয়া নাম ও ঠিকানা ছাপান কার্ড পাইয়াছেন।

অবনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, ক্লার্ক হুগলী কলেজ। প্রফুল্লচন্দ্র দাশগুপ্ত, বেহালা ২৪ পরগণা। রেণুকণা সরকার C/o বাবু যোগেন্দ্রনাথ সরকার, ধুবড়ী আসাম। কৃপাময় সরকার রঘুনাথগঞ্জ। প্রকৃতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪।১ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। কৃপাকণা সরকার C/o বাবু প্রিয়নাথ সরকার ধুবড়ী আসাম। কমলবাসিনী দেবী C/o বাবু তারকনাথ সেন উকিল, রাধানগর বর্দ্ধমান। ভোলানাথ রায়, রঘুনাথগঞ্জ। রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী, রঘুনাথগঞ্জ। কমলা দেবী C/o বাবু অন্নদাপ্রসন্ন গুপ্ত, ধুবড়ী আসাম। অমিয়বালা সরকার রঘুনাথগঞ্জ। মণিভূষণ মিত্র, ডি, জে, কলেজ মুঙ্গের।

উত্তর।

1. ACADEMY.
2. BILLIARDS.
3. CREDENCE.
4. DICTIONARY. INDICATORY.
5. EXPERIMENT.
6. FISSURE.
7. GAUNTLET.
8. HANDICAP.
9. TERMINOLOGY.
10. GRIDE. RIDGE. DIRGE.

বিবিধ সংবাদ।

সম্প্রতি সাগরদীঘি থানার সমবায় সমিতিগুলির ১টী সভা হইয়া গিয়াছে। রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় ৯টী প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব যে তাহারা লালবাগ ব্যাঙ্কের সহিতই সংস্রব রাখিতে ও আজিমগঞ্জ সবরেজেষ্টারী অফিসেই যাহাতে তাহাদের দলিলাদি রেজেষ্ট্রী হয় তাহাই চায়।

এবারে জঙ্গিপুর অঞ্চলে আমের অবস্থা ভাল নয়।

জরুর ও বাড়ালা গ্রামে বসন্ত রোগে কয়েকটী লোক মারা গিয়াছে।

মির্জ্জাপুরের সন্নিকট বাছুরাল গ্রামে ৺শীতলা তলায় একটি মেলা বসিয়াছে। প্রত্যহ চারি পাঁচ শত অতিথি ভোজন করান হইতেছে।

বহরমপুরে স্থানে স্থানে বিলাতী বস্ত্র দাহন করা হইতেছে।

বরিশাল চকবাজারের বস্ত্র ব্যবসায়ী বাবু গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব জন্য তাঁহার দোকানের সমুদয় বিলাতী কাপড় প্রদান করিয়াছেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটকে ঘুষ দিতে যাওয়ায় সিরাজগঞ্জের মোক্তার রহিম বক্সের তিন মাস জেল ও হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে।

ব্যানার্জ্জী আর্ট গ্যালারী।

প্রিয়জনের স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিতে হইলে কালক্ষেপ না করিয়া অদ্যই একখানা ফটো তুলিয়া লউন, বিলম্বে আপশোষ করিতে হইবে। আমরা অতিশয় যত্নসহকারে ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট ৫০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত করিয়া থাকি। অর্ডার পাইলে মফঃস্বলে গিয়া ফটো তুলিয়া আসি। মূল্য বাজার অপেক্ষা অনেক কম। স্কুলের ছেলে, শিক্ষক ও সাধারণ সভা সমিতির ফটো সুবিধায় তুলিয়া থাকি। ইহা ছাড়া সকল রকম ছবি বাঁধাই ও সকল রকম অক্ষরে সাইনবোর্ড লেখা হয়। নিম্নঠিকানায় আসিলে বা পত্র লিখিলে সমস্ত দর জানিতে পারিবেন।

বিনীত—অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ফটোগ্রাফার (গোল্ড মেডেলিষ্ট)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!! আনন্দ সংবাদ!!!

নূতন সাইকেল ও সরঞ্জামের দোকান।

এইচ, কে, মুখার্জ্জী

ষ্টোন কোয়ারী হোণ্ডার সাইকেল মারচেণ্ট ইম্পোর্টার ও এক্সপোর্টার

হরিণডাঙ্গা বাজার (ষ্টেশনের সন্নিকট।)

পাকুড় (ই, আই, আর, লুপ লাইন)

এইখানে সকল রকম বি, এস, এ, র‍্যালে, হারকিউলিস, হাম্বার সাইকেল, পার্টস্ ও সরঞ্জাম, টায়ার, টিউব প্রভৃতি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়।

কলিকাতা হইতে সাইকেল ভি, পিতে না লইয়া

এখানে আসিয়া স্বয়ং নিজ চক্ষে দেখিয়া

পছন্দ মাফিক জিনিষ কলিকাতা

হইতে আনার অপেক্ষা

অনেক কম খরচে লইয়া যাউন।

নিউ সেলুলয়েড

মডেল ডি লুক্স সাইকেল।

হ্যাণ্ডেলবার, হাপ, ব্রেক, পেডালের অংশ যাহা মরিচা ধরিয়া শীঘ্র খারাপ হইয়া যায় সে সব অংশে নিকেলের উপর সেলুলয়েড দিয়া মোড়া। মফঃস্বলের রাস্তার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ১নং ৮৫৲ ২নং ৮০৲ ৩নং ৭৫৲ ৪নং ৭২৲ মাত্র। অন্যান্য সাইকেল ৫০৲ হইতে তদূর্দ্ধ। দোকানদার ও সাইকেল মেরামতকারীদিগকে পাইকারী দরে মাল দেওয়া হয়। এখানে সকল সাইকেল, ষ্টোভ, গ্রামোফোন, পাঞ্চলাইট, হারমোনিয়ম প্রভৃতি মেরামত ও ষ্টোভে রং করিবার কারখানা সুদক্ষ মিস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে খোলা হইয়াছে।

মূল্য সুলভ—পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

সঙ্গীত সাধনার যোগ্যতম উপাদান

গোল্ড মেডেল হারমোনিয়ম

প্রত্যেক পর্দ্দার এক একটী নিখুঁত সুর গায়কের হৃদয়ের আবেগের সঙ্গে মিশে গিয়ে সঙ্গীতকে আরও মধুর করে তোলে, আর সেই সুরে শ্রোতার হৃদয়তন্ত্রী সমভাবে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠে।

পত্র লিখিলে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং

৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তারের ঠিকানা—'মিউনিসিয়ানস' ফোন—কলিকাতা ৩৯৫৮

—সুরবল্লী কষায়—

—সুস্বাদু, খেতেও কোন হাঙ্গামা নাই—

দৌর্ব্বল্য

রুগ্ন ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদের জন্য সুরবল্লী কষায় বিশেষ উপযোগী কারণ এই সালসায় এমন সব উপাদান আছে যা'তে স্নায়ু ও মাংস-পেশী বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হয়। প্রত্যেক শিশির সঙ্গে মাত্রা ও পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা দেওয়া আছে।

চর্ম্মরোগ

থোস পাঁচড়া চুলকানি ইত্যাদি রোগে দূষিত রক্ত পরিষ্কারের জন্য সালসা ব্যবস্থা হ'লে সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করবেন। এই সালসা সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে প্রত্যেক দিন আমাদের ঔষধালয়ে প্রস্তুত হয়।

সুরবল্লী কষায়
সব ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।
এক শিশি ১৷৷০ টাকা
তিন শিশি ৩৸০ আনা
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,
২৯, কলুটোলা,
কলিকাতা।

'তোমার জন্য'

"মোহিনী"

বিড়ির নকল হাইকোর্টের বিচারে বন্ধ হইল

বর্ত্তমান সময়ের যুগে, জনসাধারণ ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের আদর করেন না; গুণেরই সমাদর করিয়া থাকেন। বিড়ী অনেকেই প্রস্তুত করিয়া বাজারে চালাইতেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি নগরে বা সুদূর পল্লীতে "মোহিনী" বিড়ীর ন্যায় সমাদর আর কোন বিড়ী এ পর্য্যন্ত লাভ করে নাই। ইহার কারণ মোহিনী বিড়ীর ন্যায় সুন্দর সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর বিড়ী আর নাই। দরিদ্র বা অশিক্ষিত লোকের ত কথাই নাই, এই বিড়ী ধনী, শিক্ষিত যুবক, বৃদ্ধ সকলেরই অতি আদরের সামগ্রী এবং সকলেই বিলাতী সিগারেট ফেলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। মোহিনী বিড়ীর অসাধারণ বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া প্রতারকগণ আমাদের মোহিনী লেবেল নকল করিয়া অতি নিকৃষ্ট বিড়ীতে লাগাইয়া মোহিনী নামে বলকারোপ এবং সাধারণের স্বাস্থ্যের এবং আমাদের স্বার্থের সমূহ ক্ষতি করিতেছিল। সহৃদয় গ্রাহকগণ এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করায় অনন্যোপায় হইয়া নকলকারী ভাইলাল ভিকাভাই এণ্ড কোং এবং রোমজান আলীর (ভোলামিঞা এণ্ড কোম্পানীর) বিরুদ্ধে আমরা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। শ্রীভগবানের কৃপায় এবং মহামান্য হাইকোর্টের সুবিচারে সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে আমরাই মোহিনী বিড়ীর একমাত্র প্রস্তুতকারক এবং স্বত্বাধিকারী। উক্ত ভাইলাল ভিকাভাই এণ্ড কোং ও রোমজান আলীর (ভোলামিঞা এণ্ড কোং'র) প্রতি মহামান্য হাইকোর্ট হইতে এরূপ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা (Permanent injunction) প্রচারিত হইয়াছে যে যদি উহাদের কেহ আমাদের মোহিনী বিড়ীর লেবেলের অনুকরণ বা নকল লেবেল দিয়া কোন বিড়ী বাজারে প্রচলন করে তাহা হইলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবে। সুতরাং সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে যদি কেহ আমাদের মোহিনী বিড়ী লেবেলের কোনও নকল লেবেল ব্যবহার করেন—তাহাতে মোহিনী নাম, মোহিনী লেবেলের ছবি কিম্বা ২৪৭ নম্বর একক বা একসঙ্গে বা অন্য কোনও কথা, অক্ষর বা নম্বরের সহিত থাকুক বা না থাকুক—তিনিই আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

সহৃদয় গ্রাহকগণ ক্রয়কালীন মোহিনী লেবেল, ২৪৭নং এবং আমাদের নাম দেখিবা লইবেন। সন্দেহ হইলে দয়া করিয়া জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব এবং নকল লেবেল ধরাইয়া দিলে বিশেষ পুরস্কৃত করিব। নিকটস্থ কোনও দোকানে যদি মোহিনী বিড়ী না পান আমাদিগকে জানাইলে মোহিনী বিড়ী সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিব।

বিনয়াবনত—

মুলজি সিক্কা এণ্ড কোং

হেড আফিস:—৫১নং এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফ্যাক্টরী:—মোহিনী বিড়ী ওয়ার্কস, গোণ্ডিয়া, (সি পি,)

বিনা মূল্যে ! বিনা মূল্যে !! বিনা মূল্যে !!!

শ্বেতকুষ্ঠ (ধবল)

আমাদিগের আফিসে আসিয়া দেখাইলে বিনা মূল্যে শ্বেত কুষ্ঠের একটী ছোট সাদা দাগ আরাম করিয়া দেওয়া হয়। ।৹ চারি আনা পাঠাইলে নমুনা স্বরূপ ঔষধ ডাকযোগে পাঠান হয়। মূল্য ছোট শিশি ২৲ টাকা। বড় শিশি ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵ পাঁচ আনা।

গলিত কুষ্ঠের রোগীকেও পত্রের দ্বারা আরোগ্য করা হয়।

জ্বরের জন্য সুমিষ্ট ঔষধ।

অতি সুমিষ্ট। অতিশীঘ্র জ্বর আরোগ্য হয় এবং বলবৃদ্ধি করে।

সুমিষ্ট প্রাণসঞ্জীবনী।

এক দিনেই সর্ব্ব প্রকার জ্বর আরোগ্য করিয়া দেহে বলবৃদ্ধি করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি ও দাস্ত পরিষ্কার পূর্ব্বক সাত দিনের মধ্যে শরীরে বল ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে। ৭ দিন ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ॥৵ আনা। ১৬ দিন ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵ আনা।

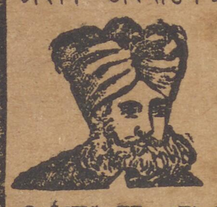

বৃদ্ধ কেন ?

রাজবৈদ্য চুলের কলপ।

লাগাইলে সাদা চুল ঘোর কাল, মসৃণ ও চিক্কণ হয় এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত ভ্রমরের ন্যায় কাল থাকে। মূল্য বড় শিশি ১৵ টাকা। ছোট শিশি ॥৵ আনা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵ আনা। চারি আনা পাঠাইলে নমুনার শিশি বিনা খরচে পাঠান হয়।

রাজবৈদ্য শ্রীবামনদাসজী কবিরাজ।

১৫২, হ্যারিসন রোড, বড়বাজার, কলিকাতা।

তার পাঠাইবার ঠিকানা—"রাজবৈদ্য", কলিকাতা।

MOTOR CARS MOTOR BUS

THE NEW FORD.

নূতন মডেল ফোর্ড কার

এবারে আসিয়াছে।

ইহাতে স্পোক হুইল, চারি চাকায় ব্রেক ও শক্ এবজরভার এবং গিয়ারযুক্ত ইহার ডিজাইন সম্পূর্ণ নূতন। সম্মুখে পশ্চাতে বাম্পার, স্পীডোমিটার, মাইল মিটার, আম্ মিটার, পেট্রল মিটার, ষ্টপ লাইট, ড্যাস লাইট ইত্যাদি নানারূপ নূতনতর ফিটিংস্ দ্বারা সুসজ্জিত।

এরূপ সর্ব্বসুন্দর গাড়ী এত অল্প দামে ইতিপূর্ব্বে কখনও বিক্রয় হয় নাই।

ইহা ৪০ ঘোড়ার ক্ষমতাযুক্ত, ঘণ্টায় ৬০ মাইল স্পীড্ এবং এক গ্যালন পেট্রলে ৩০ মাইল রাস্তা যাইবে।

দাম—২৪৫০৲ টাকা। কিস্তি করিয়া টাকা দিবার উত্তম ব্যবস্থাও আছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্থানীয় এজেন্টস্কে পত্র লিখুন বা এখানে আসিয়া গাড়ীতে চড়িয়া স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

Ford SALES AND SERVICE

বনয়ারীলাল মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স।

খাগড়া পোঃ (মুর্শিদাবাদ)

বিশুদ্ধ বাদাম তৈল

এই বাদাম তৈলে কোন প্রকার খনিজ তৈল (হোয়াইট অয়েল) মিশ্রিত নাই। যত প্রকার বাদাম তৈল বাজারে চলিতেছে তার মধ্যে আমাদের বাদাম তৈল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। প্রত্যেক শিশি ও বোতলের গায়ে লাল লেবেলে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া আছে। কেহ আমাদের বাদাম তৈলে ভ্যাজাল বাহির করিতে পারিলে ঐ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। ক্রয়কালিন আমার নামযুক্ত লেবেল দেখিয়া লইবেন।

ডি, এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স

৩১।৩৩ মুর্গিহাটা, কলিকাতা।

শতপুটের

লৌহ ও অভ্রভস্ম

।৹ পোয়া ২৲ টাকা।

অজীর্ণে—ভাস্কর লবণ ।৵ পোয়া ৸৹ আনা। মহাগন্ধবটী ৫০ বটী ॥৹ আনা, রামবাণ ১০০ বটী ৸৹ আনা।

ধাতুদৌর্ব্বল্যে—মদনানন্দমোদক ।৹ পোয়া ১৲, বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ৭ বটী ৸৹ আনা।

কাসে—চন্দ্রামৃতরস ৫০ বটী ১॥৹ টাকা, চ্যবনপ্রাশ ।১ সের ৩৲ টাকা।

ঠিকানা:—

কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র সেন কবিভূষণ

গঙ্গাধর নিকেতন, মালদহ।

গহনার দোকান।

আমরা সর্ব্বপ্রকার চাঁদি ও সোণার গহণা অল্প মজুরীতে সত্বর তৈয়ার করিয়া দিতেছি। ৺পূজা আসিতেছে এ সময়ে যাঁহারা গহনা তৈয়ার করাইবেন তাঁহারা আমাদের দোকানে আসিতে ভুলিবেন না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজ দিয়া থাকি ইহাই আমাদের বিশেষত্ব। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস, রঘুনাথগঞ্জ।

গাঁজার দোকানের পার্শ্বে।

বসাকের "চেষ্টার জল—চেষ্টার ফল"

বসাক ও কহিনূর ট্রাঙ্ক।

যাহা সমগ্র ভারতে কেহ পারিল না, বসাক তাহা সাধন করিয়াছে। কেবল এই ট্রাঙ্কগুলি নহে, এই সমস্ত ট্রাঙ্ক প্রস্তুতের মেসিনগুলি পর্য্যন্ত বসাকের নিজ উদ্ভাবিত এবং নিজ কারখানায় প্রস্তুত।

ইহাদের ডালার উপরে তিন অঙ্গুলি অন্তর যে সকল আধ গোলা ডাঁসা আছে, উহাদের প্রত্যেকটী আধ মণ ওজনেরও বেশী ভার সহিতে পারে। আবার সমস্ত গায়ে তলা পর্য্যন্ত ঘন ঘন "চুরি" তোলা।

তুলনায় ইহার মত দেখিতে সুন্দর, মজবুত ও সস্তা ট্রাঙ্ক আর নাই।

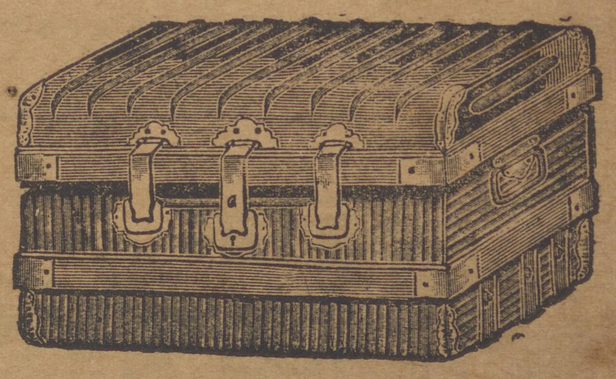

কহিনুর ১নং ট্রাঙ্ক।

বসাক ফ্যাক্টরী, ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—"সিন্‌কোনা" কলিকাতা।

ফোন নং ২১৮৩, বড়বাজার।

ইকনমিক ফার্ম্মেসী

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম ।৫, ।১০

পোষ্টবক্স—৬৪৩] [টেলিগ্রাম—সিমিলিকিওর

চিকিৎসার বাক্স—১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ৮৪, এবং ১০৪ শিশি ঔষধ। একখানি গৃহ চিকিৎসার পুস্তক ও ফোঁটা ফেলা যন্ত্রসহ মূল্য যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩॥০, ৫.০, ৬৷৵০, ৮৷৵০, ১০৷৵০। ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক, সুগার অফ মিল্ক, গ্লোবিউল, শিশি, কর্ক, থার্ম্মোমিটার ইত্যাদি সুলভ।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিবার সময় কি দেখা কর্ত্তব্য ?

কর্ত্তব্য হচ্ছে, কষ্টার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যয়। কিন্তু বাজারের নানা প্রকারের মুগ্ধকর বিজ্ঞাপনে মোহিত হইয়া অযথা অর্থব্যয় করতঃ মনঃকষ্টে দিন যাপন করেন। খাঁটী ও মূল্যবান দ্রব্যাদি চিনিতে না পারিয়া, শরীরের সার পদার্থগুলি নষ্ট করিয়া ফেলেন। অর্থ ব্যয় সাফল্য করিবার জন্য নিম্নে কয়টী পদার্থের নাম জ্ঞাপন করিলাম। ইহা বাজারের অসার ও কৃত্রিম পদার্থ নহে। প্রায় ৫০ বৎসর যাবত জগতের সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু মূল্যবান ও সুফলপ্রদ পরীক্ষিত দ্রব্য। বর্ত্তমানে লোকে যা, তা ক্রয় করিয়া নিষ্ফল হন, সেইজন্য বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে পরীক্ষা করুন, কখনই নিষ্ফল হইবেন না।

১। অমৃতার্ণব অবলেহ—ইহা মনের অবসাদ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, মস্তিস্ক ক্লান্তি দূর করে; জীবনীশক্তি শুক্র বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কখনই বিফল হয় না। কুড়ি তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটা ২৲ টাকা মাত্র।

২। আরোগ্যবর্দ্ধিনী বটীকা—যে কোন প্রকারের জ্বর নিবারণ করিতে সক্ষম। প্রতি কৌটা ১৲ টাকা মাত্র।

৩। চন্দ্রপ্রভা বটীকা—ইহা স্ত্রীলোকের সর্ব্বব্যাধি নাশক। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে শরীরে শক্তি বৃদ্ধি হয় ও কোন ব্যাধিতে আক্রমণের ভয় থাকেনা। প্রতি কৌটার মুল্য ১৲ টাকা মাত্র।

৪। মনি তৈল—ইহা মস্তিস্ক শীতলকারক, শরীরের দুর্ব্বলতা নাশক, হাত পা জ্বালা নিবারক, মস্তিস্ক ঘূর্ণন বিদূরিত কারক ও গন্ধে অতুলনীয়; ইহা বাজারের অসার পদার্থ নহে। প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিবার জন্য "সুখপথ প্রদর্শক" বইখানির জন্য পত্র লিখুন। বিনামুল্যে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৵০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৵০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৸৴০ এগার আনা। তিন শিশির মুল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৴০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অত অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

পরীক্ষিত ঔষধাবলী

কণ্টিক

বসন্তের প্রতিষেধক।

পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।

বিস—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।

লুং—হাঁপানীর উপকারী।

হর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে

মূল্য প্রতি ড্রাম ।০ আনা।

দেহে ছুরী বসান আর আবশ্যক হইবে না।

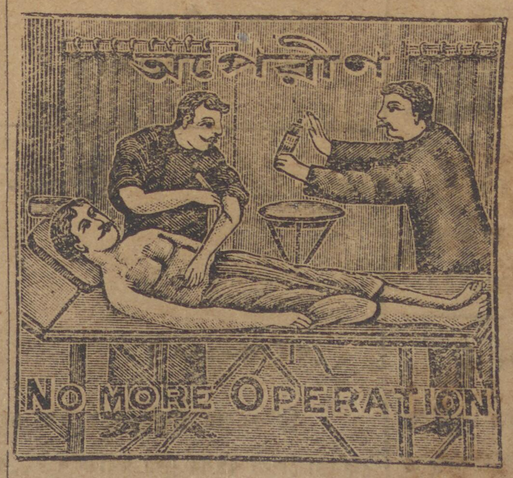

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

মহাত্ম আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, টুনকা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী এবং শরীরের যে কোন স্থানের ফোড়া, ভগন্দর প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্যলাভ করিতেছেন। প্রারম্ভে লাগাইলেই বসিয়া যায় এবং বিলম্বে লাগাইলেই ফাটাইয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত করে। এ বৎসর কংগ্রেস একজিবিসনে ও অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল কনফারেন্সে বহু সংখ্যক খ্যাতনামা ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র; মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

"দামোদর সুধা" ম্যালেরিয়া জ্বরে ॥৶০ "রত্নাকর সালসা" রক্ত পরিষ্কারে ১।০
দুর্ব্বলের বল বাড়ে "ভাইট্যালীন" সেবনে ১৲, কলেরাতে "স্পিরিট ক্যাম্ফর" রাখুন যতনে ।৶০
"সুশীতল তৈল" মস্তিষ্ক শীতলে ১৲, নষ্ট হয় চর্ম্মরোগ "একজিন" মাখিলে ॥০

সোল প্রোঃ ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে বিনামূল্যে নমুনা দিয়া থাকি।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকা